প্রেস রিলিজ

লার্নিং শেয়ারিং মিটিং

ALDI ইন্ডাস্ট্রি সাসটেইনেবিলিটি প্রজেক্ট

বাস্তবায়নে- কর্মজীবী নারী

সহযোগিতায়- ALDI

আজ ২৪ জানুয়ারি ২০২৫, শুক্রবার "ALDI ইন্ডাস্ট্রি সাসটেইনেবিলিটি প্রজেক্ট" এর আওতায় ঢাকার হোটেল সারিনায় দিনব্যাপী "লার্নিং শেয়ারিং মিটিং" অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে 'কর্মজীবী নারী' এবং সহযোগিতা করছে ALDI। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন জনাব এস এম নুরুল আজম, পরিচালক-সিআর ইউনিট এশিয়া, ALDI। প্রকল্প কার্যক্রমের সারমর্ম উপস্থাপনা এবং সভা পরিচালনা করেন জনাব মোঃ ওমর ফারুক, সিনিয়র অ্যাডভাইজর, ALDI। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন কারখানার মালিক প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপনা কর্মী, শ্রমিক প্রতিনিধি, ALDI'র ব্যবসায়ীক অংশিদার ও কর্মজীবী নারী'র কর্মকর্তাবৃন্দ।

কর্মজীবী নারী'র অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক সানজিদা সুলতানা'র শুভেচ্ছা বাণীর মধ্য দিয়ে সভার মূল কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি বলেন, 'কর্মজীবী নারী' একটি নারী নেতৃত্বাধীন সংগঠন। আমাদের শ্লোগান হলো, 'সকল নারীই কর্মজীবী নারী'। ১৯৯১ সাল থেকে 'কর্মজীবী নারী' বাংলাদেশের তৈরী পোশাক খাতের শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কাজ করছে, এছাড়াও তৈরী পোশাক কারখানার নারীশ্রমিকদের সন্তানদের জন্য শিশুযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করার ব্যাপারেও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে।

পরিচিতি পর্ব শেষে সভায় "ALDI ইন্ডাস্ট্রি সাসটেইনেবিলিটি প্রজেক্ট" এর অর্জন, অভিজ্ঞতা, শিক্ষণীয় বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন জনাব মোঃ ওমর ফারুক।

ALDI ইন্ডাস্ট্রি সাসটেইনেবিলিটি প্রজেক্ট এর আওতায় পরিচালিত 'কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্মী ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ'-এর একটি ডেমো সেশন করেন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কারখানা কর্মীরা। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এক কারখানা কর্মী তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে বলেন, ''আগে আমি কথাই বলতে পারতাম না। আর এখন আজকে এভাবে আপনাদের সামনে কথা বলতে পেরে আমি আনন্দিত। ফ্যাসিলিটেটর হতে গিয়ে আমি অনেক গোছালো মানুষ হতে পেরেছি।'' এই প্রকল্পের অন্যতম কমপোনেন্ট 'কারখানাভিত্তিক শিশুযত্ন কেন্দ্র (FBCC)'-এর পক্ষ থেকেও একটি ডেমো অ্যাক্টিভিটি প্রদর্শন করেন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কারখানা কর্মীরা। কর্মী মায়েরা শিশুযত্ন কেন্দ্র বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এভাবে, ''আগে বাচ্চা রেখে কাজে আসলে টেনশন হত, বাইরে বাচ্চা রাখতে বেশি পয়সা লাগত। কারখানার ডে-কেয়ারে বাচ্চা রাখার সুযোগ পাওয়ার পর থেকে আমার দুশ্চিন্তা কমেছে। আমার বাচ্চা নিরাপদে আছে এবং ডে-কেয়ার থেকে সে প্রতিদিন নতুন কিছু শিখছে যা আমাকে আনন্দ দেয়।''

এছাড়া ALDI'র ব্যবসায়ীক অংশিদার এবং কারখানার মালিক ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি প্যানেল আলোচনা আয়োজন করা হয়। সমাপনী পর্বে প্রকল্পের বিভিন্ন অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ দশটি কারখানা এবং ছয়টি ব্যবসায়ীক অংশিদার প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়।

ALDI হেড কোয়ার্টার প্রতিনিধি সারাহ ড্রেকম্যান- বলেন, ''এই প্রকল্পের সফলতা দেখে আমি আনন্দিত। আমি ভীষণ আশাবাদী।''

সভাপতির বক্তব্যে জনাব এস এম নুরুল আজম, পরিচালক-সিআর ইউনিট এশিয়া, ALDI- বলেন, ''আমাদের শ্রমিকদের শুধুই জ্ঞান বাড়ছে তা না বরং এই প্রশিক্ষণগুলো পেয়ে তাদের ভাবনার প্রক্রিয়া উন্নত হচ্ছে, তারা নিজস্ব দক্ষতা অর্জন করছে। এটা খুবই উৎসাহদায়ক। ALDI- সাস্টেইনেবিলিটির দিকে সম্পূর্ণ মনযোগী। আর শ্রমিকেরা নিজেরা প্রশিক্ষিত হয়ে এখন নিজেদেরকেই প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এটাই সাস্টেইনেবিলিটি।''

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, ALDI হেড কোয়ার্টার প্রতিনিধি জ্যান গ্যাটজ, ম্যাথিয়াস কসটন, ক্রিস্টিনা জুরিলা ও অন্যান্য।

সেশনের ফাঁকে ফাঁকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ এবং ডে-কেয়ার বিষয়ক বিভিন্ন ফান গেইম এবং সুডোকু কুইজ চলতে থাকে। তাছাড়া অনুষ্ঠান চলাকালীন FBCC কমপোনেন্ট এর 'লার্নিং শেয়ারিং মার্কেটপ্লেস' এর প্রদর্শনী হয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিশ্বে তৈরি পোশাক খাতের অন্যতম শীর্ষ উৎপাদনকারী দেশ এবং ALDI'র তৈরি পোশাক পণ্যসমূহের জন্য অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী দেশ। তাই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক উৎপাদন কারখানাসমূহের কর্মপরিবেশ উন্নতির পাশাপাশি এ খাতকে টেকসই করার লক্ষ্যে ALDI কাজ করে যাচ্ছে।